ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪০৭

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর,২০২৩

ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

মানুষের পাশে থাকাই হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে বড় পরিচয় : মুখ্যমন্ত্রী

মানুষের পাশে থাকাই হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে বড় পরিচয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে। আজ জিবিপি হাসপাতালের কেএলএস অডিটোরিয়ামে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি বস্ত্র দিয়ে মানুষের জীবন পাল্টানো যায় না। কিন্তু বস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে মানবতাবোধের এই প্রচেষ্টা এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। শারদ উৎসবের দিনগুলিতে সমাজের সবাই মিলে আনন্দে কাটালেই উৎসবের সার্থকতা আসে। বর্তমান রাজ্য সরকারও সমাজের প্রান্তিক জনপদের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে তাদের কল্যাণে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বাড়ি বাড়ি পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া থেকে শুরু করে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের পরম্পরাগত শিল্পের বিকাশে পিএম-বিশ্বকর্মা নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করেছেন। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৩ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৮টি পেশার সাথে যুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হবেন। সিভিল সার্ভিস অফিসারগণ রাজ্যের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সহ অন্যান্য অতিথিগণ সাফাইকর্মীদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ কুমার চাকমা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অনুপ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, জিবিপি হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা।

*****